সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক কড়িডোর এবং রিজিওনাল এনহেঞ্চমেন্ট প্রোগ্রাম (ডাব্লিউইসিএআরই প্রোগ্রাম) বাস্তবায়ন প্রস্তুতিতে সহায়তা দিতে অর্থমন্ত্রনালয়ের (এমওএফ) মাধ্যমে বিশ্বব্যাংককে (ডব্লিউবি) অনুরোধ জানিয়েছে। সড়ক ও সহাসড়ক বিভাগ (আরএইচডি) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী প্রধান সংস্থা।

প্রস্তাবিত ডাব্লিউইসিএআরই প্রোগ্রাম বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বাস্তবায়িত হবে,পাশাপাশি ২৬০ কিলোমিটার (ভোমরা-সাতক্ষীরা-সাভারন-যশোর- ঝিনাইদহ বনপাড়া-হাটিকামরুল) মহাসড়ক নির্মান করা হবে। এতে পর্যায়ক্রমে আরএইচডি'র অধীনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ১০০ কিলোমিটার (যশোর-ঝিনাইদহ এবং নাভারন-সাতক্ষীরা-ভোমরা) এবং এশিয়ান ইনফ্রাসটেকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) অর্থায়নে ১৬০ কিলোমিটার (ঝিনাইদহ-বনপাড়া হাটিকামরুল) জাতীয় মহাসড়ক বাস্তবায়িত হবে। তিনটি ফেজে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ১০ বছরের বেশি সময় লাগবে। ফেজ-১ এ ৫ বছর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফেজ এ প্রতিটিতে ৪ বছর করে সময় লাগবে।

প্রোগ্রামের অধীনে ফেজ-১ এর জন্য এলজিইডি'র কাজ আরপিএফ প্রস্তুত এবং ভূমি অধিগ্রহন ও পূনর্বাসন এবং এ সংক্রান্ত প্রস্তুতি ও পুণর্বাসন একশন প্লান (আরএপি) বাস্তবায়ন। ইএসএস ৫ অনুযায়ী ডাব্লিউইসিএআরই নীতিমালা, গভর্নিং প্রস্তুতির লক্ষ্যসমূহ এবং এসব বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে সামাজিক ঝুঁকি ও প্রতিক্রিয়া, নিরসনের ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে। এর লক্ষ্য এটি নিশ্চিত করা যে, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের (পিএপি) বিরূপ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভাব যথাযথভাবে সুরাহা করা এবং যাতে প্রকল্পের কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ না হয়।

প্রকল্প কার্যক্রম সমূহ

প্রকল্পের ফেজ-১ এর করণীয়:

কমপোনেন্ট ১ :হাইওয়ে করিডোর এবং ডিজিটাল যোগাযোগ উন্নয়ন:

আরএইচডি এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এই কার্যক্রমের অধীনে ৪৮ কিলোমিটার যশোর ঝিনাইদহ জাতীয় মহাসড়ক দুই লেন থেকে চার লেনে উন্নীত করবে পাশাপাশি দুই লেন সড়কের উন্নয়ন করা হবে, এ ক্ষেত্রে রাস্তার উভয় পাশে সড়ক করিডোর ও অপটিকাল ফাইবার ক্যাবল (ওএফসি) /সেবা সুবিধা দিতে অর্থায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল কানেকটিভিটি জোরদার করতে হবে।

কমপোনেন্ট -২: গ্রামীন রাস্তা উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সংযোগ জোরদার:এলজিআরডি এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। প্রথম পর্যায়ে যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা জেলার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীন রাস্তা এই প্রোগ্রামের করিডোর হিসেবে সংযুক্ত হবে এবং সংযোগের চাহিদার ভিত্তিতে স্কুল, স্বাস্থ্য অবকাঠামো ও স্থানীয় হাট

বাজারে সংযোগ সুবিধা দেয়া হবে। গ্রামীন এলাকায় ডিজিটাল সংযোগ সুবিধা বাড়াতে নির্বাচিত উপজেলার রাস্তা সমূহ খনন করে ক্যাবল লাইন বসাতে অর্থায়ন হবে বাড়তি দায়িত্ব।

কমপোনেন্ট –৩ : সম্পূরক সহায়ক অবকাঠামো এবং সেবার উন্নয়ন : সম্পূরক সহায়ক অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যায়-১ জেলাগুলোতে এলজিইডি এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীন হাট-বাজার/আরত-গুদাম সুবিধা এবং সম্পূরক সহায়ক অবকাঠামো খামার এবং পশুপালন/মৎস খামার এলাকায় হবে। সহায়ক অবকাঠামো ও সেবা চাহিদা শনাক্ত করতে বিশ্বব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী এলজিইডি কঠোর ফিল্ড ওয়ার্কসহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবে।

কমপোনেন্ট -৪: সড়ক খাতের ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন

এই প্রোগ্রামের অধীনে টেকসই বিনিয়োগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি জিওবি'র নিজস্ব সড়ক খাতের বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনা কাজে লাগানো এবং ভালো প্রাতিষ্ঠানিকতার চর্চা নিশ্চিত করতে উভয় প্রতিষ্ঠান (এলজিইডি ও আরএইচডি) সেক্টোরাল পলিসি গ্যাপ নিরসন এবং উভয় প্রতিষ্ঠানে ভালো এসেট ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিস জোরদার ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে। ফেজ-১ বাস্তবায়ন থেকে আহরিত অভিজ্ঞতা ও নির্দেশনা ফেজ-২ এবং ফেজ-৩ এ প্রয়োগ জোরদার করা হবে। ফেজ-১ এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ফেজ-২ এবং ফেজ-৩ জন্য সহায়ক হবে। এটি প্রত্যাশিত যে, ফেজ-১ স্টাডিজ ও পাইলটস সহায়ক হবে যা পরবর্তী এমপিএ ফেজ বাস্তবায়ন জোরদার করবে এবং দেশব্যাপী প্রয়োগ করা হবে। ফেজ-১ কার্যকারিতায় (১) সমন্বিত মাল্টি- মডেল ট্রান্সপোর্ট মাস্টারপ্লান; (২) ট্রান্সপোর্ট সেক্টর গভর্নেন্স রিভিউ; (৩) রোড ফাইন্যান্সিং ফ্রেমওয়ার্ক এন্ড ইনভেস্টমেন্ট প্লান; (৪) রিভিউ অব বিজনেস ডেলিভারি প্রসেস (এমডিবি-অর্থায়ন প্রকল্পসহ); (৫) রিভিউ অব ডেলিগেটেট অথরিটি উইদিন আরএইচডি; (৬) রিভিউ অব এসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড মেইনটেনেন্স প্রাকটিসেস;এবং (৭) ডেভলপিং এ পারফরমেন্স ফ্রেমওয়ার্ক অব আরএইচডি।

৪টি কমপোনেন্ট এর মধ্যে এলজিআরডি ২,৩ এবং ৪ বাস্তবায়ন করবে, যা ফিডার রোডগুলোর উন্নয়ন ও পূনর্নির্মান, সহায়ক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সড়ক খাতের আধুনিকায়ন এবং সক্ষমতা তৈরিতে সহায়ক হবে। স্ক্রিনিং এবং স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততায় এজিইডি ফিডার সড়কগুলোর অগ্রধিকার ঠিক করবে।

বেইজলাইন তথ্য, সম্ভাব্য ফলাফল এবং ঝুঁকি:

আদমশুমারি, আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এইচএইচএস ক্ষতিগ্রস্থ সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রকল্পের ফলাফল, আর্থ-সামাজিক এবং বেইজলাইন পরিস্থিতি মূল্যায়ন হবে। বিভিন্ন মাঠ জরিপ এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ বৈঠকের মাধ্যমে পরিবার ও কমিউনিটি উভয় পর্যায়ে প্রভাব ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিষয়টি বেড়িয়ে আসবে। প্রশ্নাবলীতে প্রতিটি পরিবারের ক্ষতির একটি তালিকা থাকবে, এতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো (ঘরবাড়ি), কৃষিজমি, গাছপালা এবং প্রতিটি পরিবারের অন্যান্য সম্পদ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। জরিপেও প্রজেক্টের কারণে ব্যবসায়িক/বাণিজ্যিক অবকাঠামোর পাশপাশি সরকারী ও কমিউনিটি অবকাঠামোর তথ্য থাকবে।

আরপিএফ প্রস্তুতকালে প্রাথমিক প্রভাব ও ঝুঁকি শনাক্ত করতে এলজিইডি তাদের পরামর্শকদের সঙ্গে নিয়ে নির্ধারিত নমুনা সাইট পরিদর্শন করবে। স্ক্রিনিং এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, কমিউনিটির জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শকালে তুলে ধরতে হবে যে, এলজিইডি'র সড়কগুলো নির্মিত হলে জীবনযাত্রার মান দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাবে এবং জীবিকার সুযোগ, স্থানীয় লোকদের অর্থনীতি এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন উন্নয়ন, অবকাঠামো সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং নগরায়ন হবে।

এলজিইডি এখনো বিভিন্ন সাবপ্রজেক্ট ঠিক করছে, কমিউনিটি চাহিদা ও এসেসমেন্ট ভিত্তি করে সাবপ্রজেক্ট চূড়ান্ত হবে, প্রকল্পের প্রকৃত কার্যকারিতা নির্ধারিত হবে আদমশুমারি, ইনভেনটরি অব লসেস (আইওএল) এবং আর্থ-সামাজিক জরিপের (এসইএস) মাধ্যমে। যদিও এলজিইডি প্রস্তাবিত প্রোগ্রামে ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পূর্ন নির্ধারিত হবে কনস্ট্রাকশন ফেজে।

সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব হতে পারে (১) ভূমি অধিগ্রহনের নির্দেশ ও ভূমি অধিগ্রহন এবং সম্প্রসারিত রাইট-অব-ওয়ে (আরওডব্লিউ) মধ্যে ভলান্টারি ল্যান্ড ডোনেশন;

(২) আবাসিকদের স্থায়ী অথবা অস্থায়ী ডিসপ্লেসমেন্ট এবং কমন প্রপার্টি রিসোর্সেস (সিপিআর)সহ বাণিজ্যিক এইচএইচএস ডিসপ্লেসমেন্ট

(৩) আরওডব্লিউ'র পাশাপাশি কিছু দোকানদার ও ব্যবসায়ীর অস্থায়ী অর্থনৈতিক ডিসপ্লেসমেন্ট এবং বাজার এলাকা যেখানে কিছু গ্রামীন রাস্তা নির্মাণ বা সংস্কার

(৪) গাছপালা ও শস্যের ক্ষতি

(৫) জিবিভি এবং সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি। তবে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের পর্যায়ে উন্নত সড়ক এবং সংযোগ এবং রাস্তা সুরক্ষার ফলে অর্থনীতিতে এর প্রভাব ইতিবাচক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এলজিইডি কম্পোনেন্টগুলোর অধীনে সম্ভাব্য প্রভাব এবং ঝুঁকির সংক্ষিপ্তসার মূল প্রতিবেদনের সারণি-২ এ দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক নীতি, আইন এবং নীতিমালা

দি অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড রিকুইজেশন অব ইমমুভেবল প্রপার্টি অ্যাক্ট ২০১৭ (এআরআইপিএ) হলো বাংলাদেশের জমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সুপরিচিত একটি প্রধান আইন। এআরআইপিএ ২০১৭ -এর ৪ ধারা থেকে ১৯ ধারায় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং এর ২০ ধারা থেকে ২৮ ধারা পর্যন্ত অধিগ্রহন প্রক্রিয়া সর্ম্পকে বলা আছে। এআরআইপিএ ২০১৭ অনুযায়ী এই ধরণের অধিগ্রহনের জন্য জমি, অবকাঠামো, গাছপালা, জমির ফসল, এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এআরআইপিএ ২০১৭ আওতায় জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসক (ডিসি) ৪ এর (১) ধারায় অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার তারিখে অধিগ্রহণকৃত সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করবেন। এর পর জেলা প্রশাসক (ডিসি) বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের ধরণ অনুযায়ী বিদ্যমান ফসল ও অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি এবং আয়হ্রাস হওয়ার জন্য সেখানে সম্পদের মূল্য ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং আরও ১০০ শতাংশ প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করবেন। এইরূপ মূল্য নির্ধারণ করে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণকে আইন অনুসারে (সিসিএল) নগদ ক্ষতিপূরণ

বলা হয়। যদি অধিগ্রহণকৃত জমিতে ফসল থাকে এবং আইনগত ভাবে লিখিত চুক্তির আওতায় কোন বর্গাচাষীর দ্বারা চাষ হয়ে থাকে, তবে, এই আইনে চুক্তি অনুসারে বর্গাচাষীদের নগদ অর্থে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এআরআইপিএ ২০১৭ আইনের ৪ এর (১৩) ধারায় জনস্বার্থে কমিউনিটির সম্পত্তি ওই ধরনের প্রকল্প, যার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, অন্য কোনও উপযুক্ত জায়গায় অনুরূপ ধরণের সম্পদ সরবরাহে বা কমিউনিটির সম্পত্তি পুনর্গঠনে অধিগ্রহনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ।

অক্টোবর ২০১৮ সাল থেকে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়িত ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং (আইপিএফ) কে দশ (১০) দফা পরিবেশ ও সামাজিক মানদন্ড (ইএসএস) সম্বলিত পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামো (ইএসএফ) অনুসরণ করতে হচ্ছে। এই ইএসএসগুলো গ্রহীতাদের জন্য পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি এবং যে কোনও প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রভাব সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত এর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে। ইএসএসগুলো গ্রহীতাদের পরিবেশগত ও সামাজিক স্থায়িত্ব সম্পর্কিত উত্তম আন্তর্জাতিক অনুশীলন অর্জনে সহায়তা করে, তাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশগত এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতা সম্পাদনে সহায়তা করে, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে এবং অংশীদারদের চলমান অংশগ্রহনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ফলাফল নিশ্চিত করে। ১০ টি মানদন্ডের মধ্যে, ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় ইএসএস ৫, রেসট্রিকশন অন ল্যান্ড ইউজ এন্ড ইনভলান্টারি রিসেটেলমেন্ট (ভূমি ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ এবং অনিচ্ছায় পুনর্বাসন) স্বীকৃতি দেয় যে প্রকল্প-সম্পর্কিত জমি অধিগ্রহণ এবং জমি ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধের ফলে কমিউনিটি এবং ব্যক্তির উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এলজিইডি ইএসএস ৫ এর অধীনে প্রস্তাবিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এই আরপিএফ প্রস্তুত করেছে।

পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

ভৌত কাজ/হস্তক্ষেপের সঙ্গে সব-কম্পোনেন্ট এবং উপাদানগুলোর স্ক্রিনিং করা প্রয়োজন। প্রকল্পের প্রস্তুতির পর্যায়ে মোটামুটি পরিস্কার ভাবে উপ-প্রকল্পের জন্য সাইটের অবস্থান জানার পরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সামাজিক স্ক্রিনিং অনুষ্ঠিত হবে। সামাজিক স্ক্রিনিং উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবগুলোর প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রদান করবে। মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানের সময় যাচাই করা যেতে পারে এমন সমস্যাগুলো সনাক্ত করতে স্ক্রিনিং সহায়তা করবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে পরিচালিত হতে যাওয়া সামাজিক সমস্যাগুলোর ধরণ, ব্যাপ্তি এবং সময় সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবে। এটি প্রকল্প চক্রের প্রথম দিকে এড়ানো বা হ্রাস করার সুযোগ সনাক্ত করতে সহায়তা করবে যাতে নকশা প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে জানানো যায়। স্ক্রিনিং নিয়ন্ত্রক ছাড়পত্র (যদি কোন) পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অধিকতর মূল্যায়নের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় সময়সীমা সনাক্ত করতেও সহায়তা করবে। যদি আরও মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা (যেমন আরএপি, এআরএপি, ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় তবে, এই পরিকল্পনাগুলো আরপিএফ এ প্রদত্ত গাইডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে।

এনটাইটেলমেন্ট এবং যোগ্যতার মানদন্ড

আরপিএফ সব ধরণের ক্ষয়ক্ষতি (জমি, ফসল/গাছ, কাঠামো, ব্যবসা/কর্মসংস্থান এবং কর্মদিবস/মজুরি) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যোগ্যতা এবং বিধান নির্দিষ্ট করে। শিরোনামহীন বা অনানুষ্ঠানিক বাসিন্দাসহ সকল পিএপি ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের (ফসল, কাঠামো, গাছ এবং / অথবা ব্যবসায়িক ক্ষতির জন্য) ক্ষতিপূরণ পাবে এবং (১) ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হবে (প্রয়োজনীয় হিসাবে প্রতিস্থাপনের মানের সাথে মিল রেখে) এবং/অথবা (২) প্রতিস্থাপন জমি, কাঠামো, চারা, অন্যান্য পুনর্বাসন সহায়তা যেমন স্থানান্তর ভাতা, পুনর্গঠনের কাঠামোতে সহায়তা, কর্মদিবস/আয়ের ক্ষতির ক্ষতিপূরণ।

প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী পিএপিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

সেসব ব্যক্তি, প্রকল্পের দ্বারা যাদের কাঠামো আংশিক বা সামগ্রিকভাবে, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ;

সেসব ব্যক্তি, প্রকল্পের দ্বারা যাদের আবাসিক বা বাণিজ্যিক আঙ্গিনা এবং/বা কৃষিজমি (বা অন্যান্য উৎপাদনশীল জমি) আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে (স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে) ক্ষতিগ্রস্থ;

সেসব ব্যক্তি, প্রকল্পের দ্বারা যাদের ব্যবসায় আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে (অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ীভাবে) ক্ষতিগ্রস্থ;

সেসব ব্যক্তি, প্রকল্পের দ্বারা যাদের চাকরি অথবা মজুরগিরি অথবা ভাগ-ফসল চুক্তি (স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে) ক্ষতিগ্রস্থ;

সেবব ব্যক্তি, প্রকল্পের দ্বারা যাদের ফসল (বার্ষিক এবং বহুবর্ষজীবী) এবং/ বা গাছপালা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ;

সেসব ব্যক্তি, যাদের কমিউনিটি সম্পদে অধিকার আছে প্রকল্পের দ্বারা আংশিকভাবে বা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ।

পিএপি ছাড়াও আরওডব্লিউ এর মধ্যে প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ যে কোনও সত্তা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য উপযুক্ত। যদি কোন কমন প্রোপার্টি রিসোর্স (সিপিআর) ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা অপরিহার্য হয়, এআরআইপিএ ২০১৭ এর ৪ এর (১৩) ধারা এবং ২০ এর (১) ধারা অনুযায়ী, সিপিআরগুলো অধিগ্রহণ বা অধিযাচন করা যেতে পারে। তবে, কোনও সিপিআরকে প্রভাবিত করার আগে সমস্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ সিপিআরগুলি ভেঙে ফেলার বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পূর্বে পুনর্গঠন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও স্কুল প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্থ স্কুলটি ভেঙে ফেলার আগে একটি নতুন স্কুল তৈরি করতে হবে। জিওবি এআরআইপিএ ২০১৭ এর মতে, সামাজিকভাবে সংবেদনশীল কিছু সিপিআর (গীর্জা, মন্দির এবং কবরস্থান) প্রকল্প দ্বারা অধিগ্রহণ করা যাবে না। শুধুমাত্র কমিউনিটির পরামর্শ এবং সম্মতি ক্রমে এগুলো ক্রয় এবং স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। যদি এটি সম্ভব না হয় তবে প্রকল্পটিকে এই কাঠামোগুলো বাই-পাস করতে হবে এবং একটি বিকল্প আরওডব্লিউ বেছে নিতে হবে।

পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং কমিউনিটির সঙ্গে পরামর্শ হলো পুনর্বাসন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সূচনা পয়েন্ট। অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে পুনর্বাসনের ফলে সাধারণত ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ আর্থ-সামাজিক জীবনে গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়, যা তাদের প্রকল্পের প্রতি ভীত করে তোলে। প্রকল্পটির লক্ষ্য স্টেকহোল্ডার এবং প্রকল্পের প্রবক্তাদের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ চ্যানেল স্থাপন করা। একই বিষয়কে বজায় রেখে জনগণের পরামর্শ এবং প্রকল্পে অংশ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি ২০১৯ সালে শুরু হয়েছিল এবং সেই থেকে এটি গৃহীত সকল অধ্যয়ন এবং মূল্যায়নের এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রজেক্ট কনটেক্সট, আর্থ-সামাজিক বেসলাইন, পরামর্শ ও যোগাযোগ কৌশল ইত্যাদি সংবলিত এসইপিতে ইএসএস ১০ প্রয়োগে স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শগুলি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই এসইপি নির্দেশিকাটি প্রকল্প চক্রের মাধ্যমে অনুসরণ করা হবে। এই অধ্যায়টিতে মূলত স্থানান্তর, পুনর্বাসন, প্রকল্প বার্তা, পরিকল্পনা সম্পর্কে মানুষের মতামতের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আরপিএফ প্রস্তুতির সময়, এলজিইডি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পাঁচটি পরামর্শ সভা এবং কর্মশালা পরিচালনা করেছে। স্টেকহোল্ডাররা হলো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান, প্রস্তাবিত প্রকল্প হস্তক্ষেপে যারা প্রভাবিত হতে পারে (সম্ভবত নেতিবাচক বা ইতিবাচক ভাবে) অথবা যারা প্রকল্পের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে।

অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থা

এআরআইপিএ ২০১৭ আইনী প্রক্রিয়ার শুরুতে অধিগ্রহন হতে যাওয়া জমির মালিকদের আপত্তির অনুমতি দেয়। একবার আপত্তি শুনানী এবং নিষ্পত্তি হয়ে গেলে, অসন্তোষ এবং নালিশের বিষয়ে সমাধান করার কার্যত কোনও আর কোন ব্যবস্থা নেই, প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে ভূমির মালিকরা ব্যক্তিগত ভাবে অভিযোগ আনতে পারেন। যেহেতু আইনটি তাদের স্বীকৃতি দেয় না, তাই অধিগ্রহণকৃত জমির বিষয়ে আইনী এখতিয়ার নেই এমন লোকদের অভিযোগ শুনানীর এবং সমাধান করার কোনও ব্যবস্থা নেই। বিগত প্রকল্পগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, নালিশ এবং ক্ষোভের অভিযোগগুলো হলো অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকানা ও উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ থেকে শুরু করে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং শুমারি থেকে বাদ পড়া সম্পদ, ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের মূল্যায়ন, ক্ষতিপূরণ অধিকার এবং অভিযোগ থাকতে পারে গোলমাল, দূষণ, দুর্ঘটনা, জিবিভি এবং সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যা অন্যান্যের বিরুদ্ধে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবগুলি নিরূপণ এবং প্রশমিতকরণের জন্য এই আরএপি-তে গৃহীত নির্দেশিকাগুলোর প্রয়োগ করে যে কোন ধরনে অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয় মোকাবেলার পাশাপাশি এলজিইডি কোনও সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানের জন্য একটি গিভেন্সেস রিড্রেস মেকানিজম (জিআরএম) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে। জিআরএম এই প্রকল্পে সামাজিক/পুনর্বাসন এবং পরিবেশগত সমস্যা উভয়ই সম্পর্কিত অভিযোগ এবং অসন্তোষ মোকাবেলা করবে। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণসহ স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে অভিযোগ প্রাপ্তি ও বঞ্চনা সম্পর্কে জানার পাশাপাশি অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধানের জন্য প্রজেক্ট গিভেন্সেস রিড্রেস মেকানিজম (জিআরসি) গঠন করা হবে। প্রকল্পের স্থানীয় স্টেকহোল্ডার এবং

ক্ষতিগ্রস্থদের নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গঠিত জিআরসি যে প্রক্রিয়াটি সমস্যা/দ্বন্দ্বগুলোর বন্ধুত্বপূর্ণ ও দ্রুত সমাধানে সহায়তা করবে, যা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ আইনী ক্রিয়াকলাপ অবলম্বন করা থেকে বাঁচাবে। পদ্ধতিটি অবশ্য কোনও ব্যক্তির আদালতে যাওয়ার অধিকারকে দূর করে না। চার স্তরের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকবে প্রথমত স্থানীয় পর্যায়ে (উপজেলা), দ্বিতীয় জেলা পর্যায়ে, তৃতীয় পিআইইউ স্তরের এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ পর্যায়ের।

প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (এমওএলজিআরডি এন্ড সি)-এর আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) বাংলাদেশ সরকারে উইকেয়ার এলজিইডি- প্রোগ্রামের নির্বাহী সংস্থা (ইএ) হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করছে। এই প্রকল্পের সব সমীক্ষা, নকশা এবং নির্মাণের জন্য এলজিইডি দায়বদ্ধ। এটি প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং পরবর্তীকালে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের (ও অ্যান্ড এম) জন্যও দায়বদ্ধ থাকবে। এমওএলজিআরডি এন্ড সি-এর নির্দেশিকা এবং সরকারের পরামর্শ অনুসারে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বহিঃস্থ এবং অভ্যন্তরীণ উৎস্য থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এলজিইডিকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির দক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের জন্য, আরএপি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সুরক্ষা দলিলটি পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। উইকেয়ার-এলজিইডি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রনালয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) রয়েছে; প্রকল্প পর্যায়ে রয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ); এবং এলজিইডি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)। কর্মসূচির জন্য সুরক্ষা বাস্তবায়নের যথাযথ পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য একজন বহিঃস্থ পর্যবেক্ষক নেওয়া হবে।

সাময়িক বাজেট

নীচে একটি অস্থায়ী বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে, যা একবার আরএপি প্রস্তুত হওয়ার পরে পরিবর্তন/আপডেট হতে পারে। এই বাজেটে জমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসনের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আইটেম ম্যান-মান্থ মোট (মার্কিন ডলারে)

পিআইইউর

সিনিয়র

সামাজি বিশেষজ্ঞ	২৪		৮৪,০০০
জুনিয়র			
সামাজিক বিশেষজ্ঞ			
(পিআইইউতে মাঠের স্তরে)	২৪		৬০,০০০
আরএপি বাস্তবায়নকারী সংস্থা			
(আইএনজিও/পরামর্শদাতা)		থোক বরাদ্দ	৪,০০,০০
বাহিস্থ পর্যবেক্ষক	৫ বছর মেয়াদের ২৪ মাসে		১,০০,০০০
পিএসসি, পিআইইউ,			
আইএনজিও/পরামর্শদাতা			
সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি			
সংস্থাগুলোর জন্য সক্ষমতা			
সৃষ্টি		থোক বরাদ্দ	১,০০,০০০
মোট			৭,৪৪,০০০

পর্যবেক্ষণ

এলজিইডি পুনর্বাসনের পরিকল্পনার হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। পুনর্বাসন কর্মসূচিটি পুনর্বাসনের নীতি কাঠামো অনুযায়ী প্রস্তুত এবং বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। তদুপরি, এই প্রকল্পের বহিঃস্থ পর্যবেক্ষক এই প্রকল্পের জন্য প্রস্তুত সব সামাজিক সুরক্ষামূলক ডিউ-ডিলিজেন্স রিপোর্ট (ডিডিআর) পর্যালোচনা করবে। এলজিইডি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে এবং এই ইএসএসের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তদারকি কার্যক্রমের পরিমাণ প্রকল্পের ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলো সঙ্গে সমানুপাতিক হবে। উল্লেখযোগ্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের প্রভাবসহ সব প্রকল্পের জন্য, গ্রহীতা পুনর্বাসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিরীক্ষণ, প্রয়োজনীয় হিসেবে সংশোধনমূলক পদক্ষেপের নকশা প্রনয়ণ, এই ইএসএস প্রতিপালন করে পরামর্শ প্রদান এবং পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করতে দক্ষ পুনর্বাসন পেশাদারদের ধরে রাখবে। প্রভাবিত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন পরামর্শ নেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমিক

পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদন তৈরি করা হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সময়মতো পর্যবেক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হবে।